সুস্থতার সাতকাহন

হর ক্লেশং,হর রোগং।।

wbhealthinformation.org

- আর্থ্রাইটিস ও হাঁটু প্রতিস্থাপন
- কিডনির যত্ন এবং ডায়ালিসিস
- কিডনি স্টোন
- প্রস্টেট ক্যান্সার
- বাচ্চাদের নাক ডাকা
- রোবটিক সার্জারি
- ভাটিগো
- 4th স্টেজ ক্যান্সার চিকিৎসার নতুন দিশা
- পেইন ম্যানেজমেন্ট
- স্ট্রাকচারাল হার্ট ইন্টারভেনসন
- লেসার ট্রিটমেন্ট

ভারতের একমাত্র **FREE** Health ম্যাগাজিন

সুস্থ থাকতে তথ্যের খোঁজে ইন্টারনেট নয়, ছাপার অক্ষরই সেরা ভরসা

Content Managed By Digital Doc Expert in Doctor's Marketing

আমাদের কথা

এইতো সেদিন, পুনম পাণ্ডে মারা গেলেন। ডিজিটালি। শোকস্তব্ধ ডিজিটাল মিডিয়া। পাতায় পাতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি। কিন্তু কি আশ্চর্য ছাপার অক্ষরে কেউ একবিন্দু কালি খরচা করলো না এই শকিং নিউজে। অর্থাৎ পুনম দিব্যি বেঁচে আছেন ছাপার অক্ষরে। এবং অবশ্যই ঘোর বাস্তবে।

শাস্ত্রে বলেছে শতং বদ, মা লিখ। বলার সময় যা খুশি বলা যায়, যেমন খুশি বলা যায়, কিন্তু লেখার অনেক দায়িত্ব। সেখানে ফাঁকি চলে না।

স্বভাব-কুঁড়ে মানুষ দিব্যি কথ্য ভাষায় কথা বলে বলেই কাজ চালিয়েছে দীর্ঘ দিন, কিন্ত যেদিন প্রয়োজন হয়েছে সেদিনই সে আবিষ্কার করেছে সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। কলম। সে লিখতে শুরু করেছে।

মুখে বলা তথ্য তা চায়ের দোকানেই হোক বা ফেসবুকের পাতায়, বার বার মুখ পুড়িয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে। বার বার সে প্রমাণ করেছে, তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যখন মূল কথা, ছাপার অক্ষরের কোনো বিকল্প নেই, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ছাপা তথ্যের সমাদর গোটা বিশ্ব জুড়েই।

ছাপার অক্ষরের সেই চিরসত্য প্রকৃতি স্বীকার করে, আমরাও আমাদের সীমিত ক্ষমতায় ছাপার আখরে রেখে যাচ্ছি আমাদের পথ চলায় সংগৃহীত সেই সব স্বাস্থ্য তথ্য। পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছি, আপনার হাতে, সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে। আমদের বিশ্বাস, তথ্যের অধিকার সব্বার অধিকার।

আধুনিকতার সাথে সাথে ছাপার অক্ষর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে যুগে যুগে। রেডিও, সিনেমা, ডিজিটাল গত ১০০ বছরে যখন যে জনপ্রিয় হয়েছে সেই-ই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে ছাপার অক্ষরকে।

গত এক শতাব্দী জুড়ে শিক্ষিত মানুষ বার বার বিতর্কে জড়িয়েছেন, বই কি তবে হেরে যাবে.... কখনো রেডিও কখনো সিনেমা আবার কখনো ফেসবুকের কাছে?

বই কিন্তু জেগে আছে অমোঘ মন্ত্রে, 'ফুরোয় না, তার কিছুই ফুরোয় না। নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়োয় না।'

সূচিপত্র

টিএভিআর এবং সিএসপি বিপ্লব এনেছে হার্টের চিকিৎসায় ডাঃ দিলীপ কুমার	পৃষ্ঠা ৩
সিসিএম পেসমেকার: হার্ট ফেলিওর রোগীদের এক জীবনদায়ী চিকিৎসা ডাঃ পি.কে হাজরা	পৃষ্ঠা ৪
আপনার বাচ্চা কি ঘুমের মধ্যেই নাক ডাকে, অনবরত সর্দি-কাশিতে ভোগে, কানে ব্যথা করে? হাঁ করে নিশ্বাস নেয়? ডাঃ টি. কে. ঘোষ	পৃষ্ঠা ৫
ক্যান্সার জয় করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেন শহরতলীর ষাটোর্ধ বৃদ্ধ ডাঃ অভয় কুমার	পৃষ্ঠা ৬
হাই-ফ্লেক্স হাঁটু প্রতিস্থাপন কি আপনার জন্য সেরা? ডাঃ ইন্দ্রনীল পাল	পৃষ্ঠা ৭
'রোবটিক' হাঁটু অপারেশন সবার সাধ্যের মধ্যে ডাঃ সৌম্য চক্রবর্তী	পৃষ্ঠা ৭
রোবোটিক হিপ এবং নি রিপ্লেসমেন্টের পর বাঁচুন প্রাণভরে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ান দেশ-বিদেশ ডাঃ রাকেশ রাজপুত	পৃষ্ঠা ৮
শুক্রাণুর গুরুতর সমস্যা, আইভিএফ ফেল, তারপর কি ডোনার স্পার্ম? ডাঃ সুজয় দাশগুপ্ত	পৃষ্ঠা ৯
সন্তান না-হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বা কোনও একজনের সমস্যা দায়ী হতে পারে ডাঃ সুপর্ণা ব্যানার্জি	পৃষ্ঠা ১০
কিডনির ক্রনিক সমস্যা ও আধুনিক ডায়ালিসিসের সুবিধা ডাঃ উপল সেনগুপ্ত	পৃষ্ঠা ১১
কলকাতায় উন্নতমানের স্নায়ুচিকিৎসার দিশারী এনএনসি NNC	পৃষ্ঠা ১২

Content Managed By Digital Doc

ফোন করলে এখন বাড়িতেই

BNS
inic & Healthcare Pvt Lt
রে ওঠার সেরা ঠিকানা

রক্ত পরীক্ষা । ডিজিটাল এক্স-রে । ইসিজি । হল্টার

এক ফোনে সুস্থতা

Garia More, Opp 6 no Bus stand www.bnsclinic.com 90739 81509

টিএভিআর এবং সিএসপি বিপ্লব এনেছে হার্টের চিকিৎসায়

কোন সমস্যায় ট্রান্সক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর) প্রয়োজন?

ডাঃ দিলীপ কুমার: আমরা সবাই জানি, হার্ট একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গোটা শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে। ফুসফুস থেকে পালমোনারি ভেইন দিয়ে আসা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রথমে বাম অলিন্দ ও পরে বাম নিলয় হয়ে মহাধমনি (অ্যাওটা) পথে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। বাম নিলয় ও মহাধমনির পথে রয়েছে একমুখী অ্যাওর্টিক ভালভ, যা খুলে গিয়ে রক্তকে অ্যাওটা-পথে চালিত করে। হার্ট প্রসারিত হলে অ্যাওর্টিক ভালভ বন্ধ হয়ে রক্তকে অ্যাওটা থেকে বাম নিলয়ের উল্টোপথে ফিরতে দেয় না। আমৃত্যু ভালভের এই খোলা-বন্ধ চলতেই থাকে।

অ্যাওর্টিক ভালভে ক্যালসিয়াম জমার কারণে ৬৫-উর্দু কিছু মানুষের ভালভের লিফলেট স্কুল হয়ে পড়ে। একে ক্যালসিফিক ডিজেনারেটিভ অ্যাগুর্টিক স্টেনোসিস বলে। এতে ভালভ খুলতে সমস্যা হওয়ায় অ্যাওটাতে প্রবেশকালে রক্ত বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনেও এর প্রভাব পড়ে। প্রাথমিক অবস্থায় এর তেমন কোনও জটিল উপসর্গ না দেখা দিলেও পরবর্তীতে শ্বাসকষ্ট, ঝিমুনি, অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দনের সমস্যা দেখা দেয়। এমন অবস্থায় ভালভ বদল করে দীর্ঘদিন সুস্থ থাকা যায়।

আগে এই রোগের চিকিৎসায় আমরা বুক কেটে হার্ট খুলে পুরনো অ্যাওর্টিক ভালভ পরিবর্তন করে নতুন ভালভ লাগিয়ে দিতাম। একে বলা হত সার্জিক্যাল অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। কিন্তু এ পদ্ধতিতে কয়েকটি অসুবিধা ছিল। কারণ বেশি বয়সে হার্টের ওপেন সার্জারি করা ভীষণই ঝুঁকিপূর্ণ। সঙ্গে যদি ফুসফুস বা কিডনির সমস্যা থাকে, তাহলে সার্জারির পর রোগীকে বাঁচানোই মুশকিল হয়ে যায়। সেজন্য আগে বেশি বয়সিদের আমরা ওপেন হার্ট সার্জারি করার ঝুঁকি নিতাম না। ফলে একটা সময় পর শরীরে রক্ত সঞ্চালনা ব্যাহত হয়ে রোগী এমনিই মারা যেতেন। ট্রান্সক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর) পদ্ধতিতে এই সমস্যার সমাধান এখন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। এতে আমরা ওপেন হার্ট সার্জারি না করেই পুরনো অ্যাওর্টিক ভালভের ওপরে নতুনটা লাগিয়ে দিই। ফলে ঝুঁকিও কমে। রোগীও বিনা চিকিৎসায় মারা যান না।

এই পদ্ধতির অন্যান্য সুবিধা কী?

ডাঃ দিলীপ কুমার: ১) বেশি বয়সিরা ওপেন হার্ট সার্জারির ধকল নিতে পারেন না, তাদের জন্য টিএভিআর পদ্ধতি জীবনদায়ী

২) কমবয়সিদের হার্টের ভালভে সমস্যা থাকলে তাদেরও এই প্রক্রিয়ায় কম জটিলতায় সুস্থ জীবনদান করা সম্ভব

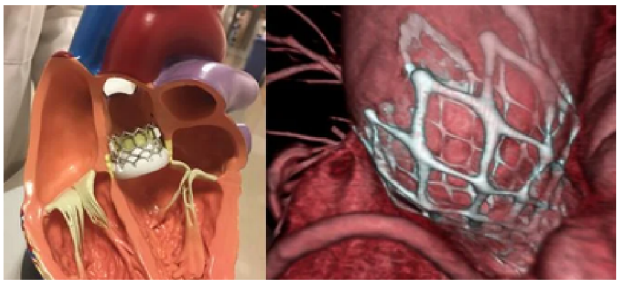

> বিশ্ব জুড়ে এখন হার্টের অসুখ মারাত্মক হারে বেড়ে গিয়েছে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে হার্ট অ্যাটাকের স্থান একেবারে শীর্ষে। তাই হার্টের চিকিৎসা আরও উন্নত করার জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে। ২০১৯ সাল থেকে হার্টের চিকিৎসায় ভারতে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে ট্রান্সক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর)। এই পদ্ধতিতে ওপেন হার্ট সার্জারি না করেই হার্টে ভালভের সমস্যার সমাধান করা যায়।

৩) টিএভিআর মূলত পায়ের দিক থেকে করা হয়। কুঁচকির কাছে ছোট্ট ফুটো করে সে-পথে স্টেন্টের সঙ্গে সেলাই করা কৃত্রিম অ্যাওর্টিক ভালভকে বেলুনের ওপরে চুপসে নিয়ে হার্টে বসিয়ে দেওয়া হয়। ওপেন সার্জারির মতো পুরো বুক কাটার দরকার পড়ে না, তাছাড়া এই পদ্ধতিতে রোগীকে এক থেকে দুদিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়

সিএসপি কী?

ডাঃ দিলীপ কুমার: হার্ট ঠিকমতো পাম্প না করতে পারলে পেসমেকার বসিয়ে সমস্যার সমাধান করা হয়। তবে সমস্ত রোগীর পেসমেকার সহ্য নাও হতে পারে। ৫-১০% রোগীদের পেসমেকার বসানোর পর কার্ডিয়াক আমৃত্যু ডিসফাংশন শুরু হয়। ফলে আবার ঝুঁকির মুখে পড়ে রোগীর জীবন। সিএসপি বা কনডাকশন সিস্টেম পেসিং করলে সেই ঝুঁকি একেবারেই থাকে না। সিএসপি কোন কৌশলে কাজ করে, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা বেশ কঠিন। তবে এটুকু বলতে পারি, পেসমেকার যদি পেট্রোম্যাক্স হয়, তাহলে সিএসপি হল ইনভার্টার। তাই এর সুবিধা ও নিশ্চয়তা দুই-ই বেশি। পূর্ব ভারতে একমাত্র মেডিকা সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে সিএসপি হয়। ইতিমধ্যে ১০০-র বেশি সিএসপি কেসে আমরা সফলতা পেয়েছি।

Dr. Dilip Kumar
MBBS, MD(Medicine), DM(Cardiology), FACC FRCP (GLAS), FSCAI, FESC, FICC, FHRS Certified Cardiac Device Specialist (CCDS, HRS, USA)
Director-Cardiac Cath Lab
Senior Consultant Interventional Cardiologist & Electrophysiologist
Medica Institute of Cardiac Science, Kolkata
For Appointments: +91 99032 37563
Website: www.drdilipcardio.com

সিসিএম পেসমেকার: হার্ট ফেলিওর রোগীদের এক জীবনদায়ী চিকিৎসা

চিকিৎসার অসাধ্য রোগীরও প্রাণ বাঁচানোর নতুন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছেন প্রখ্যাত ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট **ডাঃ পি.কে হাজরা**।

হার্টের রোগীর সমস্যা একাধিক। অনেকক্ষেত্রেই ক্রনিক হার্ট ফেলিওরের রোগীর অবস্থা এতটাই জটিল হয়ে যায় শুধু ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা যায় না। অন্যান্য ধরনের চিকিৎসাতেও সুফল মেলে না। এছাড়া কোনও কোনও রোগীকে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘদিন। আবার অনেক রোগী হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য পূর্ণরূপে ফিট থাকেন না। কিছু রোগীর হার্টের পাম্পিং ক্ষমতা খুব কম থাকে, ভালভ সার্জারি কিংবা বাইপাস সার্জারি ব্যর্থও হয় অনেক রোগীর ক্ষেত্রে। এমন ধরনের রোগীর চিকিৎসা আগে অত্যন্ত জটিল ছিল। প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকত। তবে এখন এমন রোগীর আয়ুষ্কাল বাড়ানো সম্ভব বিশেষ ধরনের ডিভাইস ইমপ্লান্ট ট্রিটমেন্টের সাহায্যে। কার্যকরী এই নতুন ধরনের থেরাপির নাম কার্ডিয়াক কন্ট্রাকটিলিটি মডুলেশন (CCM)। CCM টেকনোলজি এক ধরনের পেসমেকার যা ২৫ বছর পর্যন্ত হার্টকে চালু রাখতে পারে। বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। বুকের উপর ডিভাইসটি থাকে। ওয়্যারলেস এই পেসমেকার রিচার্জ করা যায় বাইরে থেকেই!

এই পেসমেকারের মূল্য প্রায় ৪৫ লক্ষ। তবে যাঁদের অমূল্য প্রাণ বাঁচানোর অন্য উপায় নেই, পরিবারকে রক্ষা করতে যাঁদের আয়ু বৃদ্ধির প্রয়োজন তাঁরা এই ডিভাইস ইমপ্লান্ট করতে পারেন। ইমপ্লান্টেশনের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সিএমএম পেসমেকার কার্যকরী হয় ও রোগীর জীবন রক্ষা করে।

গত কয়েক দশকে আধুনিক ওষুধ প্রয়োগ ও যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে হৃদরোগীকে সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে

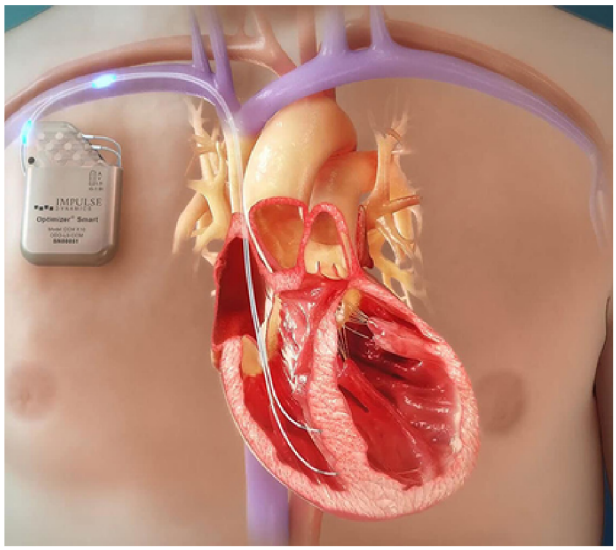

> “হৃদরোগীকে সুস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ইতিমধ্যেই জনমানসে বিস্ময়ের সূচনা করেছে। হার্টের চিকিৎসায় নিজস্ব ঘরানার সূচনা করেছেন তিনি। চিকিৎসার অসাধ্য রোগীরও প্রাণ বাঁচানোর নতুন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছেন প্রখ্যাত ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ পি.কে হাজরা।

নিজস্ব চিকিৎসার ঘরানা তৈরি করেছেন ডাঃ পি কে হাজরা। পূর্ব ভারতে সর্বপ্রথম সিসিএম পেসমেকার প্রবর্তনের বিষয়টি ডাঃ পি.কে হাজরার মুকুটে আরও একটি পালক • যোগ করল- একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

Dr. P.K Hazra
MD, DM, DNB, FACC Director & HOD Cardiology, Manipal Hospitals, Dhakuria, Kolkata
For Appointments: +91 9830032958 | +91 9674640337
Website: www.drpkhazra.com

আপনার বাচ্চা কি ঘুমের মধ্যেই নাক ডাকে, অনবরত সর্দি-কাশিতে ভোগে, কানে ব্যথা করে? হাঁ করে নিশ্বাস নেয়?

সাইনাসের সমস্যায় আবহাওয়ার পরিবর্তনে বারে বারে সর্দি, কাশি, হাঁচি বা গলা ব্যাথা, নাক বন্ধ হয়ে যায়। অ্যান্টিবায়োটিকে স্বস্তি মিললেও সেটা সাময়িক। ইনফেকশন বা অ্যালার্জির কারণে আমাদের নাকের পেছনের দিকে থাকা সাইনাসের আবরণ মিউকোসা ফুলে মিউকাস বা সর্দি বের হয়ে নাক বন্ধ হয় ও মাথায় ব্যাথা করে। সাধারণত অ্যাডেনয়েড এনলার্জমেন্ট (বেড়ে গেলে) থেকে এই সমস্যাগুলি হয়। আপনার বাচ্চার কি নাক বন্ধের কারণে রাতে ঘুম হচ্ছে না? কানে শুনতে সমস্যা হচ্ছে? দাঁত উঁচু? অনবরত ঠান্ডা লাগাকে সাধারণ সর্দি-কাশি ভেবে ফেলে রাখবেন না।

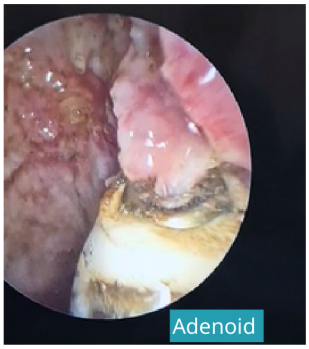
Adenoid

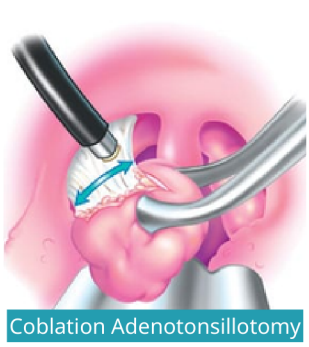
Coblation Adenotonsillotomy

অ্যাডেনয়েড কী?

অ্যাডেনয়েড হল নাকের পিছনে টনসিলের ঠিক উপরে লিম্ফ্যাটিক টিস্যুর মন্ড (গ্ল্যান্ড)। এটি শিশুদের শরীরে ৩-৪ বছর থাকার পর নিজে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। যাদের থেকে যায় তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডেনয়েড সমস্যার সৃস্টি করে।

উপসর্গ: গলায় ইনফেকশন, নাক বন্ধ, হা করে নিঃশ্বাস নেওয়ার কারণে দাঁত উঁচু, নাকে সর্দি জমে থাকা, ইউস্টেশিয়ন টিউব বন্ধ থাকায় কানে কম শোনা, কান থেকে পুঁজ পড়া, খুকখুকে কাশি, নাক দিয়ে অনবরত জল পড়া।

শনাক্তকরণ: এক্স-রে, ন্যাজাল এন্ডোস্কোপি ও প্রয়োজনে সিটি স্ক্যান। চিকিৎসা: উপসর্গ কম থাকলে প্রাথমিক পর্যায় ওষুধ ও ন্যাজাল স্প্রে , কিন্তু জটিলতা বেশি হলে অ্যাডেনয়েড অপসারণই (অ্যাডেনয়েডেক্টমি) হল আদর্শ চিকিৎসা।

কোবলেশন অ্যাডেনয়েডেক্টমি

(Coblation Adenoidectomy)- আগে অ্যাডেনয়েড অপসারণ করার সময় প্রচুর রক্তপাত হত, কিন্তু এখন কোবলেশনের সাহায্যে প্লাজমা তৈরি করে অ্যাডেনয়েড টিস্যুর বন্ডিং ভেঙে দেওয়া হয়।

কোবলেশান প্রযুক্তির সুবিধা-

- রক্তপাতহীন সার্জারি
- কোনও প্রকার টিস্যু ট্রমা হয় না
- সার্জারির জটিলতা খুবই ক্ষীণ
- রোগী দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান
- রোগের পুনরাবৃত্তি হয় না

ঘোষ ইএনটি ফাউণ্ডেশনের অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা নিয়মিত কোবলেশন অ্যাডিনোক্টমি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা করে রোগীদের সুস্থ করে তুলছেন।

DR. TUSHAR KANTI GHOSH
M.B.B.S (CAL), M.S. (CAL), MRCPS (GLASGOW). D. LITT (LON), GOLD MEDALIST.
FELLOWSHIP IN FESS SENIOR ENT CONSULTANT HEAD & NECK SURGEON, SPECIALIST IN ENDOSCOPIC, MICROSCOPIC, LASER & COBLATION SURGERY
DIRECTOR: **GHOSH ENT HOSPITAL SUPERSPECIALITY ENT CENTRE**
Website: www.entkolkata.com
Address: FD 16, SEC-III, Salt Lake City Kolkata 700106
For Appointment: 9874337646, 9874663311

GHOSH ENT FOUNDATION

ALL TYPES OF ADVANCED EAR, NOSE & THROAT SURGERY MICROSCOPIC EAR
ENDOSCOPIC NOSE & SINUS SURGERY
VOICE ALTERATION SURGERY/RESTORATION OF NORMAL VOICE
THYROID AND NECK SWELLING TREATMENT
MICROSURGERY OF LARYNX | COCHLEAR IMPLANT CLINIC
FIBRE OPTIC LARYNGOSCOPY WITH PHOTOGRAPHY (FOL) | NASAL ENDOSCOPY WITH PHOTOGRAPHY
EXAMINATION UNDER MICROSCOPE WITH PHOTOGRAPHY
PURE TONE AUDIOMETRY & TYMPANOMETRY | SPEECH THERAPY CLINIC | EXECUTIVE E.N.T. CHECK-UP
E.N.G TEST FOR VERTIGO | POLYSOMNOGRAPHY TEST (SLEEP STUDY) | STROBOSCOPY
COBLATION AND LASER TREATMENT | SKIN CLINIC

Content Managed By Digital Doc

ক্যান্সার জয় করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেন শহরতলীর ষাটোর্ধ বৃদ্ধ

অত্যাধুনিক রোবোটিক সার্জারি ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন আশা জাগাচ্ছে জানালেন প্রখ্যাত ইউরো-অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ অভয় কুমার**

৬৭ বছরের ব্যারাকপুর-নিবাসী শ্রী অপরেশ বেরা প্রায়ই প্রসাবের সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিছুদিন পরে প্রসাবের সাথে থেকে-থেকেই রক্তপাত হতে থাকে। তিনি স্থানীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করলে পরীক্ষায় ধরা পড়ে, তার শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যান্সার নামক মারণ রোগ। ক্যান্সারের চিকিৎসা তো ফেলে রাখা যায় না, কাজেই রোগীর সার্জারি করাও প্রয়োজন। সেইমত চিকিৎসকেরা রোগীর পরিবারকে রোবোটিক সার্জারির পরামর্শ দেন। এক আত্মীয়ের কথামত অপরেশবাবু যোগাযোগ করেন মেডিকা হাসপাতালে রোবোটিক সার্জেন ও বিশিষ্ট ইউরো-অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ অভয় কুমারের সাথে, যিনি পূর্ব-ভারতে ইউরো-অঙ্কোলজিতে রোবোটিক সার্জারি প্রয়োগের অন্যতম কারিগর, রোগীর পরিবারকে জানান, 'রোবোটিক সার্জারি হল অত্যাধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেই অস্ত্র যা ইউরো-অঙ্কোলজিক্যাল সার্জারিতে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এই পদ্ধতির সুবিধা হল সার্জেন রোগাক্রান্ত অঙ্গ ও তার আশপাশের অংশ বেশি স্বচ্ছ অর্থাৎ থ্রি-ডায়মেনশন ছবি দেখতে পান; যার ফলে আরও নির্ভুলভাবে অপারেশনটা সম্পন্ন করতে পারেন। এই পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হল তুলনামূলক কম ক্ষত, ফলে যথেষ্ট কম রক্তপাত। কাজেই, অপারেশন পরবর্তী যন্ত্রণা ও জটিলতা কম হওয়ায় দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা সহজ। সবকিছু জানার পর রোগীর পরিবার সার্জারীতে রাজি হন। বয়সজনিত জটিলতার কথা মাথায় রেখে রোবট ব্যবহার করে সফল ভাবে সার্জারি করা হয় এবং

> দা ভিঞ্চি সিস্টেম অতুলনীয় নির্ভুলতার সাথে খুব ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে এমনকি সবচেয়ে জটিল অস্ত্রোপচারের কার্যকারিতা সক্ষম করে অস্ত্রোপচারের ক্ষমতা বাড়ায়। এটি উন্নত চিকিৎসা ফলাফল এবং বৃহত্তর রোগীর নিরাপত্তা প্রচার করে। **- ডাঃ অভয় কুমার**

কোনরকম জটিলতা ছাড়াই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন। সার্জারির পর ডাঃ কুমার জানান- 'ক্যান্সার আক্রান্তের পরিবারের মানুষদের দুশ্চিন্তা দূর করে ও রোগীকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে পেরে চিকিৎসক হিসাবে আমি গর্বিত'

Dr. Abhay Kumar
Senior Consultant & Head (Urology, Surgical Oncology, Robotic Surgery)
MS- General Surgery, DNB (Genito-Urinary Surgery)
For Appointments: 91 91724 18844
Website: www.kolkataurologyclinic.com

Content Managed By Digital 4 Doc

হাই-ফ্লেক্স হাঁটু প্রতিস্থাপন কি আপনার জন্য সেরা?

প্রচলিত হাঁটু প্রতিস্থাপনের প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হল পূর্ণাঙ্গরূপে হাঁটু ভাঁজ করতে না পারা। বেশিরভাগ সময়, সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপনের (Total Knee Replacement) পরে সর্বাধিক হাঁটু ভাঁজ 110° এবং 120° এর মধ্যে থাকে। দৈনন্দিন কাজ করার জন্য হাঁটু ভাঁজ করতে পারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হাঁটুর 90° থেকে 120° বাঁক লাগে, গাড়িতে ওঠার জন্য হাঁটুর 130° থেকে 140° ভাঁজ লাগে, এবং হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসতে অথবা আড়াআড়ি পায়ে বসতে হাঁটু 140° এর বেশি বাঁকানোর জন্য প্রয়োজন হয়। ভারতীয় জনগণকে প্রায়শই নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের অংশ হিসেবে আড়াআড়ি পায়ে বসা, হাঁটু গেড়ে বসে থাকার (স্কোয়াটিং) প্রয়োজন হয়। তবে, সমস্ত রোগীর হাই-ফ্লেক্স হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারি করা নাও সম্ভব হতে পারে। সেরা ফলাফলের জন্য, সঠিক রোগী নির্বাচন এবং সঠিক অস্ত্রোপচার পদ্ধতির সাহায্যে হাই-ফ্লেক্স হাঁটু প্রতিস্থাপন সম্ভব।

আপনার জন্য আদর্শ Knee Replacement ইমপ্লান্ট সম্পর্কে জানতে, অর্থোপেডিক সার্জনের সাথে কথা বলা উচিত। কলকাতার মানচিত্রে যোগ হল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন দ্বারা সজ্জিত একটি সুপার স্পেশালিটি অর্থোপেডিক হাসপাতাল "লিবার্টন" যার পুরোভাগে রয়েছেন প্রখ্যাত অর্থোপেডিক এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জেন ডাঃ ইন্দ্রনীল পাল।

জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি

প্যাকেজ
মাত্র ১.৫ লক্ষ টাকা
**সমস্ত রকম খরচ সহ

LIBBERTON ORTHOPEDIC CENTER
A STATE OF THE ART CENTER FOR ALL KINDS OF ORTHOPEDIC TREATMENT

Dr. Indranil Pal
DNB (ORTHO) FRCS (ENG)
Consultant Orthopedic & Joint Replacement Surgeon
Fellowship in Revision Joint Replacement Surgery(GERMANY)
For Appointments: 033 48495025/033 48495026
Website: www.libberton.healthcare

'রোবটিক' হাঁটু অপারেশন সবার সাধ্যের মধ্যে

রোবটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে বিপ্লব আনার পর সাফল্যের দিকগুলি জানাচ্ছেন বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ সৌম্য চক্রবর্তী।

বয়সের সঙ্গে হাঁটুর জয়েন্ট ক্ষয়ে যায়। হাঁটু শক্ত হয়ে যায়, ব্যথা হয়। রোগী চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েন। দরকার হয় হাঁটু প্রতিস্থাপনের। প্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নতির সঙ্গে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট-এ এখন সার্জেনরা ব্যবহার করছেন রোবটিক হ্যান্ডস। ফলে হিউম্যান এরর-এর আশঙ্কা হয়েছে শূন্য। ফলাফল আগের তুলনায় বহুগুণ ভালো।

সুবিধা-

• এখন সার্জারির আগেই কম্পিউটারের সাহায্যে ইমপ্লান্টের আকার জেনে নেওয়া যাচ্ছে।

• রোবটিক সার্জারির সাহায্যে সাব মিলিমিটারের সূক্ষ্মতায় হাড়ের সঙ্গে ইমপ্লান্ট জুড়ে দেওয়া যাচ্ছে। আশ্চর্যজনক ভাবে রোগী বাত হওয়ার আগের অবস্থার মতো সচলতা ফিরে পাচ্ছেন।

• ছোট্ট অংশ কাটতে হয়। তাই রক্তপাত সামান্য। ইমপ্লান্ট দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করার দরকার নেই। রিজিওনাল অ্যানাস্থেশিয়াতেই কাজ হয়। রোগী কোনওরকম ব্যথা অনুভব করেন না। রক্তের মধ্যে ফ্যাটের কণা মিশে বিপত্তি ঘটে না।

অন্যান্য সুবিধা-

• অপারেশনের দিনেই রোগী হাঁটেন। দ্বিতীয় দিনে রোগী হাসপাতাল থেকে ছুটি পান। এক মাসের মধ্যে রোগী স্বাভাবিক কর্মময় জীবনে ফিরে যান।

• সরকারি বিমাতেও সুবিধেগুলি পাওয়া যায়।

• সিটি স্ক্যান এবং ডিজপোজেবল গুডস-এর জন্য খরচ যৎসামান্য। রোগীর স্বজনের অবগতির জন্য তাঁর হাতে অপারেশনের পর ফাইনাল অ্যালাইনমেন্ট রিপোর্টের কপিও তুলে দেওয়া হয়।

Dr. Soumya Chakraborty
MS, DNB, MRCS
Consultant Orthopedic & Robotic Joint Replacement Surgeon
For Appointments: 9038102940 | 90595 00900
Website: www.orthodrsoumya.com

রোবোটিক হিপ এবং নি রিপ্লেসমেন্টের পর বাঁচুন প্রাণভরে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ান দেশ-বিদেশ

হিপ এবং নি রিপ্লেসমেন্ট অপারেশনে তাঁর সাফল্য প্রশ্নাতীত! আধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে রোগীর কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সম্পর্কে জানালেন পুর্বভারতের রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পথিকৃৎ অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ রাকেশ রাজপুত।

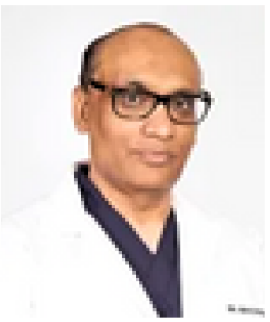

১৯৬৯ সালে প্রথম মার্কিন মুলুকে হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করা হয়। তারপর থেকে কেটেছে অনেকটা সময়। এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে কৃত্রিম জয়েন্টগুলির। এমনকী প্রতিস্থাপনের উপকরণগুলি ক্রমশ হয়েছে সহনশীল এবং টেকসই। এছাড়া অপারেশনের কৌশলগুলিতেও ঘটেছে উন্নতি।

এখনও অবধি সবচাইতে বেশি যে অস্থিসন্ধি প্রতিস্থাপন করা হয় তার নাম হিপ এবং নি রিপ্লেসমেন্ট। ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় আর্থ্রাইটিসের কারণে। কারণ আর্থ্রাইটিস অস্থিসন্ধিকে অনমনীয় করে তোলে। এর ফলে হাঁটু বা হিপ কোনওভাবেই সচল হয় না। চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে যায়। রোগী শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ওষুধ, ওজন কমানো, দৌড়ানো, সিঁড়ি ভাঙা, বাবু হয়ে বসার মতো ছোটখাট কাজগুলি বন্ধ করেও লাভ হয় বা বিশেষ। এমনকী লাঠি বা সাপোর্ট নিয়েও বেশিদিন হাঁটাহাঁটি সম্ভব হয় না।

সতর্কতা

সাধারণত বয়স্ক বা পঞ্চাশোর্ধ্বদের বয়সজনিত কারণে হাঁটুর ও হিপ জয়েন্টের ক্ষয় হয় ও তার ফলে দেখা দেয় আর্থ্রাইটিস। এমন রোগীর জীবন পুনরায় সচল হতে পারে নি এবং হিপ রিপ্লেসমেন্টের সাহায্যে। তবে কিছু রোগীর নি রিপ্লেসমেন্ট করা একটু জটিল হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের রক্ত জমাট বাঁধার মতো সমস্যা রয়েছে। এছাড়া কিডনির রোগী, ফুসফুসে সংক্রমণ রয়েছে এমন রোগীর ক্ষেত্র নি এবং হিপ রিপ্লেসমেন্ট ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

নি রিপ্লেসমেন্ট পদ্ধতি

একজন অর্থোপেডিক সার্জেন হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি করেন। সাধারণত জেনারেল বা রিজিওনাল অ্যানাস্থেশিয়া প্রয়োগ করে সার্জারি হয়। এই প্রসঙ্গেই জানিয়ে রাখি, নি রিপ্লেসমেন্টের সাফল্য নির্ভর করে একজন অর্থোপেডিক সার্জেনের অভিজ্ঞতার উপর। এছাড়া কিছু সেন্টারের উৎকর্ষতার উপরেও নির্ভর করে সাফল্য। কারণ নি হোক বা হিপ রিপ্লেসমেন্ট– সংক্রমণের একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। আর তা কমানো যেতে পারে উন্নতমানের অপারেশন থিয়েটারের সুব্যস্থার মাধ্যমে। এখানেই শেষ নয়। এখন নি ও হিপ রিপ্লেসন্টমেন্ট হচ্ছে রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে। আগে রোগীরা রোবোটিক সার্জারির

নাম শুনলে ভয় পেতেন। তবে এখন প্রায় সকলেই জানেন রোবোটিক সার্জারি আসলে রোবট করে না। বরং রোবোটিক হাতকে নিয়ন্ত্রণ করেন চিকিৎসক। রোবোটিক হ্যান্ডস অস্থির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশেও সূক্ষ্ম পরিবর্তন করতে পারে। করে ফলে সার্জেন যত বেশি অভিজ্ঞ হবেন তত বেশি বাড়বে সাফল্য। কারণ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ইমপ্লান্ট সঠিকভাবে বসাতে পারেন একমাত্র চিকিৎসক। এছাড়া এখন অপারেশনের আগে রোগীর হাঁটুর একটি ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করা হয়। এর ফলে অপারেশনের সময়েও বিশেষ সুবিধা হয়।

> ‘এই পদ্ধতি রোগীর সর্বোচ্চ মাত্রায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যে কোন হাড়ের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে রিয়েল টাইম নিরীক্ষণের খুব দরকার এবং নিয়মিত ফিডব্যাক খুব প্রয়োজন - যা এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে সহজেই পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য তুলে ধরা হয় এই মাধ্যমে। **-ডাঃ রাকেশ রাজপুত**

রোবোটিক সার্জারির সুবিধা

প্রথমত হাঁটুতে বা হিপ-এ অপারেশনের ক্ষত অনেক কম হয়। রক্তপাত কম হয়। রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। ব্যথাও কম হয়। রোগীকে হাসপাতালে অনেক কম দিন থাকতে হয়। রোগী বাড়ি ফিরে যান দ্রুত। এরপর চিকিৎসকের কথা মতো চলে খুব দ্রুত কাজকর্ম শুরু করতে পারেন রোগী। করতে পারেন বাজারহাট, চাপতে পারেন গণপরিবহণে। এমনকী চাইলে বেড়াতে যাওয়া যায় পাহাড়েও।

Dr. Rakesh Rajput
MBBS, M.S. (Ortho), M Ch (Ortho), FRCS (Tr & Ortho)
HOD & Director - Dept. Of Orthopaedics, CMRI Hospital
For Appointments: +91 82407 78822 | +91 90512 70285
Website: www.orthoshastra.com
Email: orthoshastra23@gmail.com

Content Managed By Digital Doc

শুক্রাণুর গুরুতর সমস্যা, আইভিএফ ফেল, তারপর কি ডোনার স্পার্ম?

শুক্রাণুর সমস্যা কেন গুরুতর ভাবে নেওয়া উচিত?

শুক্রাণুর সমস্যা থেকে গুরুতর রোগ যেমন হার্টের সমস্যা, ডায়াবেটিস, অন্ডকোষে টিউমার হতে পারে। তাই সেই পুরুষকে নিয়মিত অন্ডকোষ চেক করা আর প্রেসার সুগার দেখতে হবে। এমনকি বাচ্চা হয়ে গেলেও, এসব চেকআপ দরকার।

ওষুধ কতদিন খাওয়া যায়?

ওষুধ খেতে পারেন কিন্তু মাসের পর মাস ওষুধ খেলে লাভ হবেনা। কারণ যত দিন যায়, তত কিন্তু শুক্রাণু কমতে থাকে, এমনকি শূন্য হতে পারে। তাই ওষুধের ওপর নির্ভর করা যাবেনা।

বাইরে থেকে টেস্টোস্টেরন নিলে লাভ হবে?

টেস্টোস্টেরন ট্যাবলেট বা ইনজেকশন নিলে শুক্রাণু আরো কমে যাবে। তাই, এসব নেওয়া উচিত নয়, যদি আপনি বাবা হতে চান ভবিষ্যতে।

তাহলে কি করা উচিত?

বিশদে পরীক্ষা করতে হবে, কি কারণ সেটা দেখার জন্য। যদিও সব পরীক্ষা সবার দরকার হয়না, তাই ধাপে ধাপে আমরা পরীক্ষা করি। শারীরিক পরীক্ষা, রক্তে হরমনের মাত্রা, কিছু আল্ট্রাসাউন্ড আর জেনেটিক পরীক্ষা দরকার হয়।

প্রথমেই কি সরাসরি IVF ICSI করা উচিত?

যদিও ৯০% রুগীর এই ধরনের IVF ICSI লাগে (নিজের স্পার্ম দিয়ে বাবা হতে গেলে), ১০% ক্ষেত্রে পিটুইটারি গ্রন্থির সমস্যা থাকলে, ইনজেকশন দিয়ে স্পার্ম বাড়িয়ে স্বাভাবিক ভাবে বাবা হওয়া যায়। ICSI করার আগে পরীক্ষা করা এজন্য দরকার, কারণ কিছু সমস্যা বাবা থেকে সন্তানের মধ্যে যেতে পারে।

শুধু স্বামী যদি একা ডাক্তারের কাছে আসেন?

স্বামী ও স্ত্রী দুজনকেই একসাথে এসে চিকিৎসা করানো দরকার, কারণ স্ত্রীর শরীরেই প্রেগন্যান্সি আসে, আর স্ত্রীর থেকে ডিম্বাণু নিতে হবে, কাজেই শুধু স্বামী এলে হবে না,

স্ত্রীকেও আসতে হবে।

এইক্ষেত্রে কি IUI করা যায়?

শুক্রাণুর সমস্যা খুব খারাপ হলে নিজের স্পার্ম দিয়ে IUI করলে সাকসেস এর সম্ভাবনা খুব কম।

ডোনার স্পার্ম কি দরকার হবে?

ডোনার স্পার্ম শুধু তাদের দরকার, যারা ICSI করতে চাইছেন না।

আমাদের সাফল্য

তাঁরা আমাদের কাছে এসেছিলেন স্পার্মের খুব গুরুতর সমস্যা নিয়ে। সব পরীক্ষা করে কোন কারণ পাওয়া যায়নি। তাঁরা নিজেদের স্পার্ম দিয়ে IVF ICSI করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেটা ফেল করে। কিন্তু তাঁরা হতাশ না হয়ে নিজেদের স্পার্ম দিয়ে আবার IVF ICSI করেন। আর এই হচ্ছে তাঁদের এত বছরের মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক কষ্টের ফসল।

Dr. Sujoy Dasgupta
MBBS, MS, DNB, MRCOG, M.Sc
Consultant Gynecologist & Infertility Specialist
For Appointments: 9088482135
9831355912 / 87772 40107
Website: www.gynaefertility.com

সন্তান না-হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বা কোনও একজনের সমস্যা দায়ী হতে পারে

এক বছর নিয়মিত অরক্ষিতভাবে যৌন সংসর্গ সত্ত্বেও সন্তানধারণে অক্ষম হলে তা বন্ধ্যাত্ব। এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি কল্যাণ মৈত্রকে এমনই বললেন ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট বিশেষজ্ঞ **ডা. সুপর্ণা ব্যানার্জি**

স্বামী-স্ত্রীর মনে শান্তি নেই। অশান্তিতে কাটছে দিন। ওদিকে পরিবারের মধ্যেও কথা। এ হচ্ছে- সন্তান আসছে না। এরকম চিত্র এখন অনেক পরিবারের। একটি সন্তান এলেই দুঃখিত-দম্পতির জীবনটাই বদলে যেতে পারে। এমন ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার। ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টে এটাই প্রথম কথা। স্বামী বা স্ত্রী দু'জনে, দু'জনের কোনও একজনের শারীরিক সমস্যার জন্য সন্তান না হতে পারে। নারীর প্রধান যে যে শারীরিক সমস্যা সন্তানহীনতার কারণ হয় তা হল - ইরেগুলার পিরিয়ড, ফ্যালোপিয়ান টিউবের ব্লকেজ, ডিম্বাণুর সংখ্যা কম থাকা, ওভিউলেশন না হওয়া, পলিসিস্টিক ওভারি, খাইরয়েড সমস্যা, জরায়ু বা এন্ডোমেট্রিয়ামের লাইনিং নিয়ে জটিলতা, ইউটেরাসে সেপ্যাম, বাই কর্ণয়েট ইউটেরাস, জরায়ুর টিবি, এবং ফাইব্রয়েড। যৌনাঙ্গের বেঠিক গঠন, ইউটেরাস বা ভ্যাজাইনা না-থাকাও বারণ হবে। ওদিকে সিমেন বিশ্লেষণ করলে পুরুষ সঙ্গী বা স্বামীর অক্ষমতা আছে কিনা তা জানা যাবে। দেখতে হবে স্বামীর স্পার্ম কাউন্ট কর, শুক্রাণু বা স্পার্মের মোটিলিটি বা তৎপরতা, গঠন বা মরফোলজি, বিকৃতি আছে কিনা। স্বামীর জীবন যাত্রার মানের ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। পুরুষের অ্যাভূস্প্যানিয়া (সিমেনে শুক্রাণু একদম না খাতা), লিঙ্গ শিথিলতা সন্তান না-আসার কারণ হতে পারে। এই সমস্যা সমাধান হল টেসা বা ইকদি। কোনো ক্ষেত্রে ডোনার স্পার্ম দিয়ে আইভিএফ। আধার কিছু ক্ষেত্রে কোনও কারণ ছাড়াই সন্তান না আসতে পারে। যাকে বলে আনএক্সপ্লেইন্ড ইনফ্যাটিলিটি। এর বড় একটা কারণ লাইফ স্টাইল। স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের লাইফ স্টাইল জনিত সমস্যা থাকতে পারে। মেয়েদের বেসিক প্রবলেম হল ওবেসিটি- অতিরিক্ত মোন হয়ে যাওয়া, শরীরের ওজন বৃদ্ধি, আজকাল অনেক মেয়ে গুবিস। হয়তো বা তিনি কর্মরত মহিলা, সময় পান না, বা ডেস্ক জব করেন- এই সব মেয়েদের এমন ধরনের সমস্যা বেশি। গ্রামের সময়ে। কুমারী অবস্থা এবং বিয়ের পর। আনম্যারেড মেয়েরা জীবনযাত্রা পরিবর্তনের কারণে ওবেসিটিতে ভোগে, ইররেগুলার সাইকেল, পিরিয়ড সমস্যায় ভোগেন। স্কুল বা কলেজে থাকার সময় এই সব সমস্যার শিকার হয়ে তারা পরবর্তীকালে বিবাহিত জীবনে বড় সমস্যায় ভোগেন। মা না-হওয়ার এটাও একটা বড় কারণ। পিরিয়ড প্রবলেম হবে শরীরের ওজন বৃদ্ধির কারণে।

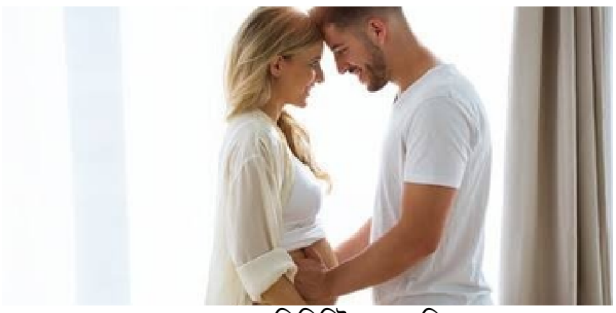

আজকাল মেয়েদের মধ্যে পলিসিস্টিক ওভারি খুব কমন রোগ। অনেকেই প্রথম দিকে এটা বুঝতে পারেন না। বা সময় মতো চিকিৎসা হয় না- এই প্রবলেম তারা করি করে। বিয়ের পর এক-দুবছর সন্তান না হলে তখন চিকিৎসকের কাছে গিয়ে ধরা পড়ে। আমাদের কাছে যখন এরা আসেন তখন দেখি হয়তো অনেক ডিলে হয়ে গেছে। আগে চিকিৎসা হলে এই সব সমস্যার সমাধান সহজ হয়। কিন্তু ক্ষেত্রে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো তারা জানতেই পারে না। অনেকে বিয়ের পর ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেন কিছু কাল পরে বাচ্চা চান। কিন্তু যখন মনস্থির করলেন, এবার তাদের সন্তান দরকার, তখন দেখা গেল কিন্তু সমস্যা ছিল। আমাদের কাছে পঁয়ত্রিশের ওপর মেয়েরা আসছে। চাকরি করে, দেরি করে বিয়ে করেছে, রিসার্চ করে তাই দেরি করে সন্তান চেয়েছে। কেরিয়ার অপশন, প্রতিষ্ঠা, সামাজিক পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি কারণে অনেক সময় মেয়েরা দেরি করে ফেলে। ততদিনে বাসে চল্লিশ। দেখা গেল ওভারিতে ওভাম স্টোরেজ কমে গেছে। সেই কারণে মা হওয়ার সমস্যা তৈরি হয়েছে। হয়তো পঁচিশ বছরে এই মহিলা মা হতে চাইলে এই সমস্যা হত না। আমরা এই সব সমস্যার সমাধান করছি। অনেক মহিলা এগ প্রিজার্ভ বা ফ্রিজ করতে চান। আধুনিক সময়ের আধুনিক চিন্তা। সময় মতো করলে ভালো ফল দেয়। আজকাল আইভিএফ অনেক সমস্যার সমাধান করে। ওভিউলেশন ইনডাকশন, আইইউআই, আইভিএফ, এখ ডোনেশনের মাধ্যমে আইভি-এফ, এমগ্রায়ো দলনের মাধ্যমে আইভিএফ, সারোগেসি করে বন্ধ্যায় দূর করা যায়। কোন চিকিৎসা পদ্ধতি কোন দম্পতির জন্য প্রযোজ্য হবে তা ঠিক করবেন। চিকিৎসক। মোটের উপর আধুনিক সমাজে বন্ধ্যাত্বে বেশিরভাগ সমস্যারই চিকিৎসা আছে।

Dr. Suparna Banerjee
MBBS, DGO, MD, MRCOG (UK), FRCOG
Consultant Gynaecologist & Infertility Specialist
Director, Ankur Fertility Clinic, Kolkata
For Appointments: +9190513 71257
Website: www.drsuparnabanerjee.com

Content Managed By Digital Doc

কিডনির ক্রনিক সমস্যা ও আধুনিক ডায়ালিসিসের সুবিধা

জানাচ্ছেন বিশিষ্ট নেফ্রলজিস্ট এবং কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ ড: উপল সেনগুপ্ত

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ কী?

ক্রনিক কিডনি ডিজিজে কিডনি ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে ফলে, মানবদেহে অতিরিক্ত ফ্লুইড, ইলেকট্রোলাইট এবং বর্জ্য পদার্থ জমতে শুরু করে।

উপসর্গ

অসুখটি মূলত ৫ স্টেজে বিভক্ত।

সাধারণত যে উপসর্গগুলি দেখা যায়- ক্রমশ প্রেশার ও সুগারের ওষুধের সংখ্যা বাড়ছে।

- অ্যামিনিয়া বা রক্তাল্পতা
- পা ফুলে যাওয়া
- বমি বমি ভাব
- বমি হওয়া ক্ষুধামান্দ্য
- চলাফেরায় শ্বাসকষ্ট (অ্যাডভান্সড স্টেজে সর্বক্ষণ শ্বাসকষ্ট)
- বুকে জল জমা

চিকিৎসা

সাধারণত স্টেজ-১-৪-এর ক্ষেত্রে ব্লাডসুগার ও প্রেশার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা।

- প্রয়োজনীয় কিছু কিডনি ওষুধ খাওয়া
- সঠিক ডায়েট মেনে চলা (লো প্রোটিন ডায়েট)
- স্টেজ ৫-এ বয়স্ক রোগীদের ডায়ালিসিস এবং কমবয়সিদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট।

ডায়ালিসিস কী?

ডায়ালিসিস জীবনদায়ী চিকিৎসা, যেখানে একটি বিশেষ মেশিনের সাহায্যে রক্তের মধ্যেকার ক্ষতিকারক বর্জ্যপদার্থ, লবণ এবং অতিরিক্ত ফ্লুইড পরিশোধন করা হয়। দীর্ঘদিন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (সি কে ডি) থাকার দরুণ দুটি কিডনি সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষমতা হারালে পার্মানেন্ট ডায়ালিসিস এবং অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওয়র হলে ক্ষণস্থায়ী (টেম্পোরারি) ডায়ালিসিস প্রয়োজন হয়। টেস্টোস্টেরন ট্যাবলেট বা ইনজেকশন নিলে শুক্রাণু আরো কমে যাবে। তাই, এসব নেওয়া উচিত নয়, যদি আপনি বাবা হতে চান ভবিষ্যতে।

আধুনিক ডায়ালিসিস পদ্ধতি

ডায়ালিসিস প্রধানত দুপ্রকার হিমোডায়ালিসিস ও পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস। এখন ডায়ালিসিস মানে মৃত্যু এই কথাটি সম্পূর্ণ মিথ। বর্তমানে প্রতিটি রোগী হিমোডায়ালিসিস নেওয়ার সময় বসে ল্যাপটপে কাজ করা, সিনেমা দেখা কিংবা গান শোনা সম্ভব। শুয়ে ডায়ালিসিস নিতে হয় না।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস রোগী নিজের বাড়িতে, অফিসে, বাসে, ট্রামে যে কোনো জায়গাতেই নিতে পারেন। সম্প্রতি হোম হিমোডায়ালিসিস কলকাতায় আসতে চলেছে। যেখানে হিমোডায়ালিসিস মেশিন অবস্থাপণ্য রোগীকে নিজে দেওয়া হয়, যার দরুণ তিনি ট্রেনিং নিয়ে নিজেই বাড়িতে হিমোডায়ালিসিস করতে পারবেন। অ্যাকিউট ও ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, হাইপারটেনশন নেফ্রোপ্যাথি, ডায়ালিসিস, কিডনি স্টোন প্রভৃতি রোগের সুচিকিৎসা করাতে যোগাযোগ করুন।

Dr. Upal Sengupta
Consultant Nephrologist & Kidney Transplant Physician
MBBS, MD, DM-Nephrology
Associate Professor, KPC Medical College, Kolkata
Director - Dept. Of Nephrology, Fortis Hospital Kolkata
For Appointments: +91 98313 55912
Website: www.kidneyhealthkolkata.com

কলকাতায় উন্নতমানের স্নায়ুচিকিৎসার দিশারী এনএনসি

SINCE 1997

NNC

কলকাতায় অতি আধুনিক নিউরো চিকিৎসার এখন অন্যতম গন্তব্য এনএনসি- ন্যাশনাল নিউরোসায়েন্সেস সেন্টার, কলকাতা। এক অর্থে কলকাতা ও পূর্ব ভারতের নিউরো চিকিৎসার পথ প্রদর্শক এই সংস্থা। নিউরো ফাউন্ডেশন বেঙ্গল এবং পিয়ারলেস হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৭ সালে কলকাতায় প্রথম স্বতন্ত্র এই নিউরো-হাসপাতাল গড়ে ওঠে। এরপর কেটে গেছে কুড়ি বছর। কলকাতা বা পূর্ব ভারত ছাড়াও বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে সাধ্যের মধ্যে আরও উন্নততর নিউরোলজিক্যাল ও নিউরোসার্জিক্যাল চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে অবিচল এনএনসি। এই হাসপাতালে বছরে গড়ে ওপিডি রোগীর সংখ্যা ২১০০০, পরীক্ষার সংখ্যা ৫০০০, সার্জারির সংখ্যা ৬০০ ছুঁয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ জানেন এনএনসির সাফলের প্রধান কারণ তার নির্ভরযোগ্যতা। এনএনসি বহু রোগীকে জীবন ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। সেবামূলক এই নিউরো-হাসপাতালে বিশ্বমানের নিউরো পরিষেবা ন্যায্য মূল্যে দেওয়া হবে এটাই সংস্থার আদর্শ। ব্রেন ও স্পাইনের জটিল সমস্যার চিকিৎসা করে বহু রোগীকে সুস্থ করেছে এনএনসি। ব্রেন টিউমার, টিউবারকুলোসিস স্পাইন, স্পাইনাল টিউমার, স্লিপ ডিস্ক, অস্টিওপোরোসিস এমন অনেক পরিচিত রোগের উন্নততর চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেছে এনএনসি।

ন্যাশনাল নিউরোসায়েন্সেস সেন্টার কেন?

এর কারণ একই ছাতার তলায় সাধ্যের মধ্যে ব্রেন ও স্পাইনের সব রকম চিকিৎসা এখানে উপলব্ধ। যেমন নিউরোলজির ক্ষেত্রে স্ট্রোক, মৃগী, পারকিনসন্স, অ্যালঝাইমার্স, গুলেনবারি সিনড্রোম, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, নিউরোসিস্টিসারকোসিস ইত্যাদি। অন্য দিকে দুর্ঘটনাজনিত কারণে মস্তিষ্কে বা মেরুদণ্ডে আঘাত, স্ট্রোক, ব্রেন ও স্পাইনে টিউমার, অ্যানুরিজম, হাইড্রোসেফালাস, আটালান্টো অ্যাক্সিয়ান ডিসলোকেশন ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন নিউরোসার্জারির। নিউরো আইটিইউ, এইচডিইউ, আইসোলেশন আইটিইউ সম্বলিত নিউরো ক্রিটিক্যাল কেয়ারের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকরা ছাড়াও রয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা নার্সিং পরিষেবা। এনএনসি-র মডিউলার অপারেশন থিয়েটারগুলি সংক্রমণমুক্ত, কোণাবিহীন, প্রচুর আলো-বাতাস যুক্ত, জীবাণু প্রতিরোধকারী রং-এর আস্তরণ বিশিষ্ট এবং অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপ সমৃদ্ধ। এখানে পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি বিভাগে শিশুদের মৃগী, সেরিব্রাল পলসি,

এনসেফালোপ্যাথি, বৃদ্ধিজনিত সমস্যার জন্য রয়েছে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা।

এছাড়াও রয়েছে অভিজ্ঞ চিকিৎসক পরিচালিত নিউরোসাইকিয়াট্রি বিভাগ। রয়েছে স্পিচ প্যাথোলজির সুবন্দ্যোবস্ত। এনএনসি-র নিউরোফিজিওলজি বিভাগ কলকাতার মধ্যে অন্যতম। নিউরোলজি, নিউরোসার্জারি-সহ অন্য বিভাগগুলির সাফল্য নিউরোচিকিৎসায় এনএনসি-কে করে তুলেছে সেরা।

আমাদের পরিষেবাগুলি

- নিউরোলজি
- নিউরোসার্জারি
- পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি-
- নিউরো ক্রিটিকাল কেয়ার
- নিউরোফিজিওলজি
- নিউরোসাইকিয়াট্রি
- স্পিচ প্যাথোলজি

Since 1997

NNC

National Neurosciences Centre Calcutta
(A Joint Association of NF Bengal & Peerless Hospital)
Compassionate Care at Affordable Costs

THE TIMES OF INDIA

(A Joint Association of NF Bengal & Peerless Hospital)
Peerless Hospital Campus, 360, Panchasayar
Kolkata - 700094, Opp.- Hiland Park
OPD - Monday To Saturday (9:00 AM - 6:00 PM)
90077 81606 **HELPLINE (24X7)**
033- 2432 0777/0999/0748/ 9007737999
Email: nnccalcutta@gmail.com
Website:www.nnccalcutta.com

চিকিৎসা আছে ফোর্থ স্টেজ ক্যান্সারেরও

পরামর্শে বিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজীব ভট্টাচার্য।

ফোর্থ স্টেজ ক্যান্সার মানেই অনেকের ধারণা বোধহয় সব শেষ। অথচ বাস্তবটা হল, গত এক দশকে মেডিক্যাল অঙ্কোলজিতে চিন্তার অতীত অগ্রগতি হয়েছে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ৭-৮ বছর আগেও মোটামুটি ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে এমন হতে দেখা গিয়েছে। বিদেশে বহু রোগীর আবার ১০ বছর পর্যন্ত মেটাস্টেটিক লাং ক্যান্সার নিয়ে রোগী এলে চিকিৎসকরা জানাতেন রোগীর আয়ু ৬ মাস থেকে ১ বছর।এরপর জানা গেল মেটাস্টেটিক লাং ক্যান্সার কোনও একটি রোগ নয়। কারণ একটু ভিন্ন ধরনের লাং ক্যান্সার আবার মহিলা এবং ধূমপায়ী নন এমন ব্যক্তির মধ্যেও হতে দেখা যায়! এছাড়া গবেষণার মাধ্যমে মিলল নতুন ওষুধ। ক্যান্সার চিকিৎসায় শুরু হল শরীরের নির্দিষ্ট কোষকে চিহ্নিত করে তার চিকিৎসা। এল টার্গেটেড এজেন্ট টাইরোসিন কাইনেজইনহিবিটর! কিছু ক্যান্সারে এমন ওষুধ প্রয়োগে রোগীর আয়ু তিন বছরেরও বেশি বাড়ানো যায়।

বেশি আয়ু বাড়ানো সম্ভব হয়েছে! সুতরাং বুঝতে হবে, চতুর্থ পর্যায়ের ক্যান্সার কোনও একটি নির্দিষ্ট রোগ নয়। তার বিভিন্ন ধরন আছে এবং কোষের মিউটেশনের প্রকৃতিও আলাদা। সঠিক উপায়ে চিকিৎসায় রোগীর আয়ু বৃদ্ধি সম্ভব। তাই কারও ফোর্থ স্টেজ ক্যান্সার হলে ভেঙে পড়বেন না। বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর ভরসা রাখুন।

Dr. Rajib Bhattacharjee
MBBS, MD, DrNB (Medical Oncology)
ECMO (European Society Certificate for Medical Oncology), PDCR
Consultant Medical Oncologist
For Appointments: +91 96744 46399
Website: www.calcuttacancercare.com

অনবরত এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রস্রাব? প্রোস্টেটের সমস্যা হতে পারে!

বিস্তারিত জানাচ্ছেন অভিজ্ঞ ইউরোলজিস্ট এবং ইউরো অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ কৌশিক সরকার।

প্রস্টেট গ্ল্যান্ড পুরুষের প্রজনন তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রন্থি। এই আখরোটের আকারের গ্ল্যান্ডের অবস্থান মূত্রথলির নীচে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্ল্যান্ডের তিনটি প্রধান সমস্যা দেখে যেতে পারে- **প্রস্টেটাইটিস:**
সংক্রমণজনিত প্রস্টেটের সমস্যা। ইউরিন পাসের সময় জ্বালা, পুঁজ বেরনো, জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে চিকিৎসা হয়।
বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া বা প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট:
মোটামুটি চল্লিশের পর থেকে প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। গ্রন্থিটি খুব বড় হলে তা মূত্রথলি থেকে ইউরিন বেরতে বাধা দেয়। এর ফলে কিডনির ক্ষতি, ইউরিন ইনফেশন, প্রস্রাবের ধারা কমে যাওয়া, থলিতে প্রস্রাব জমে থাকা, প্রস্রাবের বেগ ধরে রাখতে না পারা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বেরনর মতো সমস্যা দেখা যায়। ইউরোফ্লোমেট্রি, ডিজিটাল রেকটাল একজামিনেশন, PSA, মতো মাইক্রোসার্জারিতে মূত্রত্যাগের পথ দিয়ে যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা প্রবেশ করিয়ে প্রস্টেট কুরে কুরে বের করে নেওয়া যেতে পারে। একই উপায়ে হলমিয়াম লেজার দ্বারাও প্রস্টেটের টিস্যু বাদ দেওয়া সম্ভব। স্বল্প খরচেই চিকিৎসা হয়।
প্রস্টেট ক্যান্সার:
প্রস্টেট প্রস্টেট ক্যান্সারের লক্ষণ এনলার্জমেন্টের মতোই। ইউরোলজিস্ট
দ্বারা ডিজিটাল রেকটাল এগজামিনেশন, PSA দ্বারা প্রস্টেট ক্যান্সার আছে কি না তা অনুমান করা যায় এবং কোন লেসন বুঝলে বায়োপ্সি করা হয়। অপারেশন, রেডিয়েশনের মাধ্যমে প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়।
সতর্কতা: ৪৫ বছর বয়সের পর প্রত্যেক পুরুষের PSA টেস্ট করানো উচিত।

Dr. Kaushik Sarkar
MBBS (Cal), MS (IPGMER), MRCS (England) MCh (Urology)
Consultant Urologist & Uro-Oncologist
For Appointments: +91 98305 01166
Website: www.drkaushiksarkarurologist.in

৪২ বছরের যুবক সফল এন্ডোসকপিক স্পাইন সার্জারির দ্বারা ফিরে পেলেন নতুন জীবন

এন্ডোসকপিক স্পাইন সার্জারি বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত ড: তমজিৎ চক্রবর্তী জানাচ্ছেন এই আধুনিক প্রযুক্তির সার্জারির সুবিধাগুলি

একজন ৪২ বছর বয়সী ব্যক্তি গত দুই বছর ধরে সায়াটিকা সমস্যায় ভুগছিলেন। পিঠ এবং পায়ের তীব্র ব্যথায় তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং তার জন্য চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এমআরআই পরীক্ষায় দেখা যায় যে তার অবস্থার উন্নতির জন্য সার্জারি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

চিকিৎসার জন্য তিনি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যান, কিন্তু তার অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। গত বছর ডিসেম্বরে, তিনি কলকাতার বিখ্যাত এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাঃ তমজিৎ চক্রবর্তী সম্পর্কে জানতে পারেন, এবং তার তত্ত্বাবধানে,সেই ব্যক্তির এন্ডোস্কোপিক স্পাইন সার্জারি করা হয়।

এটি একটি মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি পদ্ধতি। অস্ত্রোপচারের পর, তার পিঠ ও পায়ে ব্যথা দ্রুত কমেছে বর্তমানে তিনি রিহ্যাবিলিটেশনে রয়েছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

এই পদ্ধতিতে লাভ

•অস্ত্রোপচারের পরে ন্যূনতম রক্তক্ষরণ ।
• ইনফেকশনের আশঙ্কা কম ।
• সার্জারির পর ব্যথা কম থাকে ।
• দ্রুত সুস্থতা হয় সার্জারির পর।
• অস্ত্রোপচারের পরে ব্যথার ওষুধের উপর নির্ভরতা কম থাকে।
• মাংসপেশির কোন ক্ষতি হয় না।

Dr. Tamajit Chakraborty
MBBS, DNB (Neurosurgery) - Sir Ganga Ram Hospital (New Delhi)
Senior Consultant Brain & Spine Surgeon
For Appointments: +91 81005 51800 |+91 96433 46018
Website: www.drtamajitneurosurgeon.in

পাইলস, ভেরিকোস ভেনের চিকিৎসা এখন সাধ্যের মধ্যে লেজারের সুস্থ হচ্ছে বহু মানুষ

পূর্ব ভারতে যুগান্তকারী লেজার সার্জারির পুরোধা ডাঃ প্রসেনজিৎ চৌধুরির চিকিৎসায় ফের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরছেন অসংখ্য ব্যক্তি।

ঘটনা ১: অনামিকা দেবী দীর্ঘ ২৫ বছর পাইলসের সমস্যায় ভুগছিলেন। কোন চিকিৎসায় তার কোন কাজে আসছিল না।

ঘটনা ২: কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট বিমল বাবু ভুগছিলেন ভেরিকোজ ভেইনের সমস্যায়। ভেবেছিলেন আগাম অবসর নেবেন। তবে এখন সঠিক লেজার চিকিৎসার পরে আর অবসরের কথা ভাবছেন না! উপরের দু'টি ঘটনাগুলি আপাত দৃষ্টিতে আলাদা মনে হলেও মিল রয়েছে একটি ক্ষেত্রেই।

ডাঃ প্রসেনজিৎ চৌধুরী যুগান্তকারী লেজার চিকিৎসার দ্বারা এই রোগ দুটিকে সম্পূর্ণরূপে সারিয়েছেন। এবং আজকের দিনে রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ।

এই পদ্ধতিতে লাভ

• একদিনেই ভর্তি ও সার্জারি।
• কোনও সেলাই-এর দাগ থাকে না।

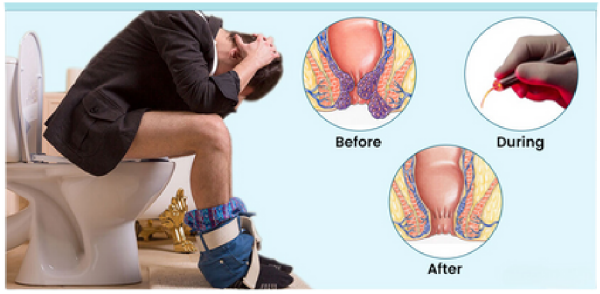

• ড্রেসিং করানোর দরকার নেই।
• প্রথাগত পদ্ধতির তুলনায় দ্রুত সার্জারি করা যায় ও রোগী সেরে ওঠেন।
• অপারেশনের পর জ্বালা যন্ত্রণা কম হয়।

Dr. Prosenjit Choudhury
MBBS, MS (Department of General Laparoscopic and Laser Surgery)
For Appointments: +91 8100692576
Website: www.olivianursinghome.com

দাঁতের নিরাপদ অত্যাধুনিক চিকিৎসা, তাও আবার সবার সাধ্যের মধ্যেই!

দাঁতের সাধারণ সমস্যাগুলি হল:
• দাঁত উঁচুনিচু • দাঁতে ফাঁক • দুর্ঘটনায় বা খেলতে গিয়ে দাঁতের ফ্রাকচার • দু'বার ব্রাশ করা সত্ত্বেও মুখে দুর্গন্ধ বেরনো • মাড়ি দিয়ে রক্তপাত • দাঁত কালো • দাঁতে হলদে ছোপ • ডেনচার সঠিকভাবে কাজ করছে না বা ঠিক স্বস্তি পাচ্ছেন না • ফিক্সড দাঁত বাঁধাতে চান?

ভাবছেন এমন ধরনের সমস্যার চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রচুর খরচ হয়ে যাবে? তাহলে আপনাকে নিশ্চিন্ত হতে বলছে হোয়াইট জোন ডেন্টাল ক্লিনিক। কারণ আমাদের ক্লিনিকে কোয়ালিটির মর্যাদা দেওয়া হয়। আঘাত লাগার কারণ দাঁতের গোড়ায় ইনফেকশন হয়ে গেলে তা রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে, একটি উচ্চমানের অ্যাস্থেটিক কম্পিউটার মেড (১০ বছরের ওয়্যারেন্টি যুক্ত) অল সেরামিক ক্রাউন বা ক্যাপ আপনার

Dr. Biswajit Panda
CONSULTANT LASER DENTIST & IMPLANTOLOGIST

ভাঙা দাঁতটির উপর প্রতিস্থাপন করা হয়। ফলাফল মেলে নিখুঁত। কসমেটিক ডেন্টিস্ট্রির দ্বারা উঁচু এবং এবড়ো-খেবড়ো দাঁতও খুব সহজে একই পদ্ধতিতে ঠিক করা সম্ভব। ফলে হাসি হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় রকমের সুন্দর।

দিনে দু'একবার ব্রাশ করার পরও যদি মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ হয় তাহলে তা আলট্রাসোনিক স্কেলিং বা ক্লিনিং করা হয়। তারপর লেজার থেরাপি দ্বারা সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে গড়ে তুলতে হলে দাঁতের সৌন্দর্যের দিকে নজর দিতেই হবে। হোয়াইট জোন ডেন্টাল ক্লিনিকে খুব অল্প সময় ও খরচে দাঁতে জমে থাকা ক্রিস্টাল প্রতিস্থাপন সম্ভব। এছাড়া পলিসিং বা টিথ হোয়াইটেনিং করিয়ে পাওয়া যায় ধবধবে সাদা দাঁত যা লুকস বদলে দিতে পারে।যাদের ক্ষেত্রে ফিক্সড ক্রাউন/ব্রিজ করা সম্ভব নয় তাদের জন্য ইটালিয়ান টিথ দিয়ে অত্যাধুনিক মানের ইমপোর্টেড ডেনচার নিয়মিত করে চলেছেন ডাঃ পাণ্ডা ও তাঁর কোয়ালিফায়েড টিম। এইসব ইমপোর্টেড কোয়ালিটি ডেনচার-এ বমি আসে না। কথা বলতে বা খেতে অসুবিধা হয় না, ভারী লাগে না, ইটালিয়ান টিথ এতখানিই চমৎকার যে আপনার হাসি কৃত্রিম মনে হয় না।

Dr. Panda's
WHITE ZONE
DENTAL CLINIC
Exceptional Dentistry with an Esthetic Touch
whitezone.co.in

এছাড়া যাঁরা সব দাঁত পড়ে যাওয়ার পর দাঁত বাঁধানোর কথা ভেবে রেখেছেন, তাঁদের জন্য পরামর্শ— সব দাঁত না তুলেই দাঁত বাঁধানো যায়।
হোয়াইট জোনে RCT করানোর সুবিধা
• এক সিটিং-এ RCT কমপ্লিট
• এক সিটিং-এ RCT হয় বলে বারবার ব্যথা লাগার আশঙ্কাও থাকে না। • RCT-এর ক্ষেত্রে ইমপোর্টেড ফাইন নিডল ব্যবহার করা হয়। ফলে ব্যথাহীন ভাবে চিকিৎসা করা যায়। • ডায়গনোসিস-এর জন্য রয়েছে ডিজিটাল এক্স রে (RVG) • এখানে আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত প্রোটোকল মেনে স্টেরিলাইজেশন করা হয় যার ফলে এইডস বা হেপাটাইটিসের সংক্রমণ হয় না • এখানে চিকিৎসার উপকরণ সবাই অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের • রোগীকে বারংবার অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয় না।

Helpline - 9830808221, 86977 25221
Branches: • TOLLYGUNGE • AJAY NAGAR • LAKE KALI BARI
www.dentalimplantsinkolkata.com
Mail: whitezone2018@gmail.com

MC - 2741

Scientific Clinical Laboratory Pvt. Ltd.

Late Prof. Dr. Subir Kumar Dutta

NABL ACCREDITED LAB

SCIENTIFIC

Serving For Decades

Our Pathological Services

- Histo/Cytopathology
  Immunohistochemistry (IHC)
- Clinical Pathology
- Biochemistry
- Immunoassay
- Microbiology & Serology
- Haematology

www.scrl.org.in **FOR HOME COLLECTION CALL**

033 22651098 / 033 22658309 / 7605803833 / 9831256570

2, Ram Chandra Das Row, Kolkata - 700013 scientificlab86@gmail.com